প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন

অদম্য মেধাবী

সব বাধা পেরিয়ে সাফল্যের শিখরে

প্রথম আলো ডেস্ক

ওদের একমাত্র ব্রত ছিল পড়াশোনা। পণ ছিল, যে করেই হোক এসএসসিতে তারা ভালো ফল করবেই। তাই ক্ষুধার কষ্ট, আর্থিক অনটন, দারিদ্র্যের দৈন্য ওদের দমাতে পারেনি। সব বাধা পেরিয়ে প্রত্যেকেই পৌঁছে গেছে সাফল্যের শিখরে। জিপিএ-৫ পাওয়া এই কৃতী শিক্ষার্থীরা এখন স্বপ্ন দেখছে বিদ্যা অর্জনে আরও অনেক দূর যাওয়ার, অনেক বড় হওয়ার। শোনা যাক এই অদম্য প্রতিভাদের জীবনসংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা।

না খেয়েই স্কুলে যেত রাহেলা

মাঝেমধ্যে না খেয়েই স্কুলে যেতে হতো রাহেলাকে। পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহের আড়ালে চাপা পড়ত তার খিদের কষ্ট। কখনোবা বাবা তাকে দুই টাকার একটি নোট ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, ‘কিছু কিনা খাইস মা।’ ওই টাকা যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখত রাহেলা। এভাবে টাকা জমিয়ে খাতা কিনত সে। প্রতিকূলতা পায়ে দলে চালিয়ে যেত পড়াশোনা। সে কষ্টের ফল এখন রাহেলার হাতের মুঠোয়। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে রাহেলা খাতুন। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার মনিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় থেকে একমাত্র সে-ই এ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। রাহেলার স্বপ্ন উচ্চশিক্ষা নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া। তবে দারিদ্র্যের কারণে তার কলেজে ভর্তি হওয়া এখন অনিশ্চিত। এ কারণে এসএসসিতে দারুণ ফল করেও তার মন ভালো নেই।

রাহেলার বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার তুলসীপুর গ্রামে। বাবা ইয়ার মোহাম্মদ সবজিবিক্রেতা। তারা দুই ভাইবোন। ভাই মামুন একাদশ শ্রেণীতে পড়ে।

রাহেলা জানায়, প্রায়ই সকালে নাশতা করার মতো খাবার থাকে না ঘরে। এ জন্য বহুবার তাকে না খেয়েই স্কুলে যেতে হয়েছে, তা-ও পাঁচ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। ছাতা না থাকায় রোদ-বৃষ্টিতে তাকে কষ্ট করতে হয়েছে। এভাবে নানা দুর্ভোগের মধ্যেও পড়াশোনা থেকে পিছপা হয়নি রাহেলা। মেধাবী বলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সব সময় তার প্রতি সদয় ছিলেন। নির্বাচনী পরীক্ষার পর শিক্ষিকা নূরুন্নাহার মিলি তাকে তিন মাস প্রাইভেট পড়ার খরচ দেন।

রাহেলা জানায়, তার স্বপ্ন ভবিষ্যতে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা। উচ্চশিক্ষা নিয়ে নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু বাবার আর্থিক দুরবস্থা এ পথে বিরাট বাধা।

রাহেলার বাবা ইয়ার মোহাম্মদ অন্যের বেগুনক্ষেত থেকে নিম্নমানের বেগুন এনে অল্প দামে হাটবাজারে বিক্রি করেন। ইয়ার মোহাম্মদ বলেন, বাসভাড়া বাঁচানোর জন্য তিনি সাইকেলে করেই ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূর থেকে সবজির বস্তা নিয়ে আসেন। অনেক দিন ধরে এ কাজ করার কারণে এখন তিনি অসুস্থ। কিন্তু চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে পারছেন না। তিনি বলেন, এ অবস্থায় মেয়েকে কলেজে ভর্তি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মেয়েকে তাই বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

মনিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ইমাজ উদ্দিন বলেন, রাহেলা পড়াশোনায় খুবই ভালো। শিক্ষকদের বিশ্বাস ছিল, সে জিপিএ-৫ পাবে। এ জন্য শিক্ষকেরা আলাদাভাবে তার যত্ন নিয়েছেন। উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলে মেয়েটি আরও ভালো করবে।

রাতে পড়ার উপায় ছিল না ছলিমের

না খেয়ে থাকা ছলিমের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। কারণ প্রায়ই তাকে উপোস থাকতে হয়। অভাব তাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। এর মধ্যেও যে সঙ্গীটিকে সে সবচেয়ে আপন করে নিয়েছে, তা হচ্ছে বই। দারিদ্র্য তাকে দমাতে পারেনি পড়াশোনা থেকে। রাতে কেরোসিনের বাতি বা মোম জ্বেলে পড়াশোনা করার মতো সামর্থ্য নেই তাদের। এ জন্য সে দিনের আলোকে যথাসম্ভব কাজে লাগাত। এভাবে মন দিয়ে পড়াশোনায় লেগে থাকার ফল পেয়েছে ছলিম। কক্সবাজারের রামু উপজেলার আলহাজ ফজল আম্বিয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ-৫

পেয়েছে ছলিমউল্লাহ।

ছলিমদের বাড়ি রামুর ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের দক্ষিণ দ্বীপ ফতেখাঁরকুল গ্রামে। বাবা নজির আহমদ দিনমজুর। বয়সের কারণে এখন তিনি নিয়মিত কাজে যেতে পারেন না। এ কারণে নয়জনের পরিবারে এখন খুব দুর্দিন। বড় ভাই কলিমউল্লাহ (২৪) হাল ধরার চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারছেন না।

ছলিম জানায়, বড় ভাই এখন পরিবারের মূল ভরসা। মাছের ব্যবসা থেকে তিনি যা পান, এতে কোনো দিন তিন বেলা ভাত জোটে, কখনো জোটে না। এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে কয়েকটি পরীক্ষা সে না খেয়েই দিয়েছে। বৃত্তি ও টিউশনি থেকে পাওয়া টাকায় সে তার পড়াশোনার খরচ চালিয়ে এসেছে। প্রতিদিন সে প্রায় চার কিলোমিটার পথ হেঁটে স্কুলে যেত। স্কুলের শিক্ষকেরা তাকে বেশ সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে সৈয়দ আলম ও কাওসারুল হক বেলাল স্যার। ছলিমের প্রিয় পেশা শিক্ষকতা। তবে বাবার ইচ্ছা, বড় হয়ে সে সরকারি চাকরি করুক।

ছলিম বলেছে, এখন তার পড়াশোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা আর্থিক অসচ্ছলতা। এ কারণে কলেজে ভর্তি হওয়াও অনিশ্চিত।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আমান উল্লাহ বলেন, ছলিম খুব পরিশ্রমী ও মেধাবী ছেলে। সুযোগ পেলে পড়াশোনায় সে অনেক ভালো করবে।

বাঁ চোখে আলো নেই রাজুর

বাঁ চোখে জন্ম থেকেই আলো নেই রাজু দেশোয়ারার। এ জন্য বরাবরই তাকে নিয়ে কিছুটা হতাশ বাবা-মা। তবে রাজুর মধ্যে এর কোনো ছায়া পড়েনি। বরং নিজগুণে চারদিক আলোকিত করতে সে আত্মপ্রত্যয়ী। এমনকি শ্রমিক পরিবারের দৈন্য তাকে দমাতে পারেনি এ প্রত্যয় থেকে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে তার জিপিএ-৫ পাওয়াই এর প্রমাণ। মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার কাশীনাথ আলাউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল সে। সিলেট অঞ্চলে চা-শ্রমিক পরিবারের কোনো সন্তানের এসএসসিতে এমন সাফল্যের ঘটনা এটিই প্রথম।

কুলাউড়ার চাতলাপুর চা-বাগান এলাকায় রাজুদের বাড়ি। বাবা শ্রীজনম দেশোয়ারা ও মা ফুলবাসিয়া দেশোয়ারা ওই চা-বাগানে কাজ করেন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে রাজু সবার ছোট।

কাশীনাথ আলাউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অজিত কুমার রায় বলেন, ১৯১৭ সালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এবারই প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলাফল ভালো হয়েছে। রাজুসহ চারজন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে রাজু একাই জিপিএ-৫ পেয়েছে।

রাজু জানায়, তার ফলাফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও তাদের শ্রমিকসমাজের মানুষেরা আনন্দিত হলেও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আনন্দ নেই। কারণ আর্থিক দুরবস্থার কারণে তার কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এর পরও সে উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন পূরণে অটল।

সংসার চালাচ্ছে জাফফারাজ

ক্ষেতখামারে মজুরের কাজ করে তাকে খাবার জোগাতে হয়। তা-ও কোনো বেলা জোটে, কোনো বেলা জোটে না। এক কাপড়েই কাটে দিনের পর দিন। ঈদ উপলক্ষে গ্রামের কেউ কোনো পোশাক দিলে সেটাই হয় তার নতুন পোশাক। দারিদ্র্যের এ কশাঘাত তার স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিলেও স্বপ্নকে্লন করতে পারেনি। এসএসসিতে এবার ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে সে দেখিয়ে দিয়েছে, এ বাধার দেয়াল কীভাবে টপকাতে হয়।

এই অদম্য মেধাবীর নাম জাফফারাজ আলী। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেয় সে। পরীক্ষার ফলাফল জানতে শিক্ষার্থীরা যখন স্কুলে ভিড় জমিয়েছে, জাফফারাজ তখন কৃষিজমিতে মজুরের কাজে ব্যস্ত। তার ফলাফল নিয়ে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের খবরটি জানান।

জাফফারাজ জানায়, বাবা আবুল কাশেম কৃষক ছিলেন। অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার পর তিনি মারা যান। ভাইদের মধ্যে সে বড় হওয়ায় মা, চার বোন ও দুই ভাইয়ের দায়িত্ব তার ওপর গিয়ে পড়ে। সংসারের খরচ চালাতে গিয়ে একপর্যায়ে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকেরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁদের সহযোগিতায় এসএসসিতে ভালো ফল করা সম্ভব হয়েছে বলে জাফফারাজ জানায়।

স্থানীয় মহিলা ইউপি সদস্য আফরোজা খাতুন জানান, জাফফারাজের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। তেলের অভাবে হারিকেনও অনেক সময় জ্বলেনি। তাই জাফফারাজকে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে বাইরে আসা বিদ্যুতের আলোতে বসে পড়তে হয়েছে।

জাফফারাজের মা আশুরা খাতুন জিপিএ-৫-এর মর্ম বোঝেন না। তবে ছেলের হাসিমুখ দেখে তিনিও খুশি। তাঁর কথা, ‘ছেলি হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আত জেগি পড়ে। গরিবের ঘরে জন্ম নিয়া এমন ছেলিকে শিক্ষিত করতি তার লিকাপড়ার দায়িত্ব একন কে নিবে।’

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, শিক্ষক জহুরুল ইসলাম ও মাসুদ রানা জানান, জাফফারাজের মেধা থাকায় তাঁরা তাকে স্কুলে বিনামূল্যে ভর্তি, নিবন্ধন, বই-খাতা কিনে দেওয়াসহ সব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন।

জাফফারাজের ইচ্ছা বাণিজ্যে উচ্চশিক্ষা নিয়ে বড় কর্মকর্তা হবে। তারপর হতদরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করবে।

কুলির কাজ করে লালন

গাইবান্ধা পৌর এলাকায় বাবার সঙ্গে কুলির কাজ করে লালন। দিনভর শহরের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মালামাল বয়ে বেড়ায়। যে টাকা আসে, এতে কোনো রকমে দিন চলে। বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো কারণে কাজ বন্ধ থাকলে চুলোয় হাঁড়ি চড়ে না। সংসারের সবাইকে তখন উপোস থাকতে হয়। গাইবান্ধা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ-৫ পাওয়া লালন মিয়ার জীবনটা এমনই।

শহরের ডেভিড কোংপাড়ায় থাকে লালন। বাবা লাল মিয়ার সম্পত্তি বলতে ৪ শতাংশের ওপর বসতবাড়ি। বাড়িতে যাতায়াতের সরাসরি রাস্তা নেই। যেতে হয় অন্যের বাড়ির উঠান মাড়িয়ে। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে ২০ হাত টিনের ঘর। এক ঘরে আলাদা কক্ষ করে ১০ জনের বাস। লালন থাকে রান্নাঘরে। এক পাশে চুলা, অন্য পাশে তার খড়ের বিছানা। সেখানেই চলে পড়াশোনা।

লালনের ভাই নুরুল ইসলাম বলেন, অভাবের কারণে পড়াশোনায় লালনকে তাঁরা সহযোগিতা করতে পারেননি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় সে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়িয়ে পড়ার খরচ চালিয়েছে। এখন সে কুলির কাজ করে।

পড়াশোনায় লালনকে গাইবান্ধা একাডেমিক এডুকেশন প্রোগ্রাম (হেরা) নামে একটি প্রতিষ্ঠান বেশ সহযোগিতা করে। হেরার পরিচালক বিরতী রঞ্জন সরকার বলেন, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র লালনের পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক রয়েছে। এ জন্য তাকে বিদ্যালয়ের বাইরে বিনামূল্যে পাঠদান, এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণের টাকা ও পরীক্ষার সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

কেরোসিনের অভাবে কোনো দিন বাড়িতে বাতি না জ্বললে লালন ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসেই পড়াশোনা করেছে। ডেভিড কোংপাড়ার সংস্কৃতিকর্মী উত্তম সরকার বলেন, রাতে বহুবার লালনকে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় বসে পড়তে দেখেছি।

স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লালন জানায়, পড়াশোনায় তাঁরা তাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। ভবিষ্যতে সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চায়। সামনে যত বাধাই আসুক, এ লক্ষ্য থেকে সে পিছপা হবে না।

গাইবান্ধা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহানা বানু বলেন, লালন খুব মেধাবী। পড়াশোনার প্রতিও তার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। এ জন্য বিদ্যালয় থেকে তার বেতন ও ফি নেওয়া হতো না।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট; রাজশাহী অফিস; মেহেরপুর, গাইবান্ধা ও রামু (কক্সবাজার) প্রতিনিধি]

URL : http://www.prothom-alo.com/archive/print.php?dt=&issue_id=&t=h&nid=MjQxNDE=

বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Concept & Design by **Prothom-Alo.com**
Copyright 2005, All rights reserved by Prothom-Alo.com